দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 MAY 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

৬

16

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা

হিসাবরক্ষণ প্রশ্নপত্রে তিনটির মধ্যে দুটি ভুল

স্টাফ রিপোর্টার : গতকালের এসএসসি পরীক্ষার হিসাবরক্ষণ ও কারবার পদ্ধতি বিষয়ক রচনামূলক প্রশ্নপত্রে দুটি প্রশ্নে ভুল থাকায় পরীক্ষার্থীরা নির্ভুল উত্তর দিতে পারেনি। ৫০-এর মধ্যে ৩০ নম্বরের প্রশ্ন ভুল থাকায় তাদের পরীক্ষার ফলাফল অনির্দিষ্ট হয়ে পড়েছে। বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তাদের অভিভাবকেরা।

প্রকাশ, রোববার ঢাকা বোর্ডের এই প্রশ্নপত্রে ২ প্রশ্নে নম্বর একটি ব্রেওয়ামিল তৈরির জন্য বিভিন্ন হিসাব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে কলকব্জা-যন্ত্রপাতি কেনার জন্য প্রশ্নপত্রে দাম দেখানো হয়েছে ১৫০ টাকা। আসলে এই টাকার অংক হবে ৯৫০ টাকা। ৯ অক্ষরটাকে ১ অক্ষর হিসাবে প্রশ্নপত্রে ছাপানো হয়েছে। প্রশ্নটির জন্য ১০ নম্বর দেয়া হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় এই অংক মেলাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। প্রশ্নপত্রের ৩নং প্রশ্নেও ব্যালান্সসিট তৈরির ব্যাপারে একই ধরনের ভুল সংখ্যা লেখা হয়েছে। সেখানে ডেবিটে আন্তফেরত ১০ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। আসলে এই টাকার অংকটা হবে এক হাজার টাকা। ভুল টাকার অংক বসানোর ফলে পরীক্ষার্থীদের কেউ ব্যালান্স মেলাতে পারেনি। ফলে ক্রেডিটের অনুরূপ ৭১ হাজার একশ' টাকা হবার পরিবর্তে ডেবিট সাইডে হিসাব হয়েছে ৮০ হাজার একশ' টাকা।

উল্লেখ্য, বোর্ডের এই প্রশ্নপত্রে পুরো নম্বর ছিল ৫০। এর মধ্যে ৩নং প্রশ্ন ছিল আবশ্যিক। নম্বর ছিল ২০। প্রশ্নপত্রে মোট ৪টি প্রশ্নের মধ্যে ৩নং প্রশ্নসহ দুটি উত্তর দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের অনেকেই ভুল দুটি প্রশ্নের উত্তর মেলাতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করায় অন্য উত্তরও দিতে পারেনি। অনেকের সামনে এখনো একাধিক পরীক্ষা

(৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

হিসাবরক্ষণ প্রশ্নপত্রে

(প্রথম পৃঃ পর)

রয়েছে। গতকাল পরীক্ষা দিয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে।

ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল প্রশ্নপত্র নিয়ে অভিভাবক এবং শিক্ষকমহল বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তারা প্রশ্নপত্রে ভুল প্রশ্ন রাখার জন্য কে বা কারা দায়ী জানতে চেয়েছেন। তাদের প্রশ্ন, এটা কার ভুলে হয়েছে। যিনি প্রশ্ন সেট করেছেন তার? অথবা যারা এই প্রশ্নপত্র ছাপিয়েছেন তাদের? তাদের অভিযোগ, যেই এই ভুল প্রশ্ন করে থাকুন না কেন এই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ পরীক্ষার্থীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ এই পরীক্ষায় পুরো নম্বর পাবার লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীরা এই বিষয় পছন্দ করে। অথচ পুরো নম্বর পাওয়া দূরে থাক এই বিষয়ে অনেক ছাত্র ফেল করবে। আর যারা ভাল করবে তারাও ১০ বা ২০ নম্বরের বেশী পাবে না। পরীক্ষার্থীরা যাতে এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তারা সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।